তারিখ 27 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের

তদন্ত রিপোর্ট স্ববিরোধী

মুশতাক আহমদ

চলমান প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে গঠিত এ-সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি স্ববিরোধী রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সোমবার সকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিনের কাছে তারা ওই রিপোর্ট জমা দেন। রিপোর্টে তারা দাবি করেছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অথচ প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো নানা সংশয়ের কথা ও অব্যবস্থাপনার চিত্র স্থান

স্ববিরোধী : পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৪

স্ববিরোধী : তদন্ত রিপোর্ট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পেয়েছে ৮ পৃষ্ঠার রিপোর্টের বিভিন্ন স্থানে। শুধু তাই নয়, তদন্ত কমিটি ঢাকার বাইরের নরসিংদীর একটি কোচিং সেন্টারের কথিত 'মডেল টেস্ট'র প্রশ্ন হাতে পেয়েছে, যাতে তাদের প্রায় সব প্রশ্নই মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে গেছে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে তদন্ত রিপোর্টে এ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে সংবাদপত্রে বাংলা বিষয়ের যেসব প্রশ্নাবলী ছাপা হয়েছে তাও কোন না কোনভাবে মিলে গেছে বলে তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বাইরে প্রশ্ন ফাঁসের উদ্দেশ্য আর লাভবানদের খুঁজে বের করতে পেশাদার সংস্থার মাধ্যমে তদন্তের সুপারিশ করা হয়েছে। এর পরও বিষয়টিকে তারা 'ফাঁস হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই' বলে মন্তব্য করেছেন। গত ২১ নভেম্বর এই পরীক্ষা শুরু হয়। প্রথমদিন গণিত বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। পরের দিন ছিল বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা। এই দ্বিতীয় পরীক্ষার দিন অভিভাবকদের মাধ্যমেই গণমাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের তথ্য পৌঁছে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সোমবার তৃতীয় ও ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অভিযোগটি উত্থাপনের পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব গিয়াসউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির অপর দু'সদস্য হলেন— প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) পরিচালক রুহুল আমিন ও মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম। কমিটিকে দেয়া দু'দিন সময়ের মধ্যেই তারা তদন্তকাজ শেষ করেন। সচিবের কাছে পেশ করা রিপোর্টের শুরুতে তারা তদন্তকাজে নিজেদের ৪টি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— সময় স্বল্পতার অভাবে তদন্ত কমিটি অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং প্রশ্ন প্রণেতা, মুদ্রণ ও বিতরণের সঙ্গে জড়িত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত সব কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নিতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে তদন্তকালীন সময়ে ও ২৩ থেকে ২৫ নভেম্বর সরকারি কার্যদিবস না থাকাকে কমিটি দায়ী করেছে—

তদন্ত রিপোর্ট : শুরুতেই তারা প্রশ্ন প্রণেতা কারা তাদের নাম উল্লেখ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ময়মনসিংহে অবস্থিত প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রশ্ন প্রণয়ন, বিজি প্রেসে সরবরাহ ও প্রুফ রিডিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছে। নেপের ৭ সদস্যের একটি কমিটি প্রশ্ন প্রণয়ন আর মুদ্রণ ছাড়াও ফল প্রণয়ন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করছে। ওই কমিটির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইন্সট্রাক্টরসহ মোট ৩৬ জন ৪ সেট প্রশ্ন প্রণয়ন করে। গত ৩ ও ৪ অক্টোবর প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরে ৬ এবং ৭ অক্টোবর জেলা শিক্ষা অফিসার, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও নেপ কর্মকর্তারা প্রশ্ন মডারেশন (পরিশোধন) করেন। ৯টি বিষয়ে ২ জন করে মোট ১৮ জন এই কাজটি করেন। মডারেশনে ৪টি প্যাকেট করা হয় ও ছাপানোর জন্য চূড়ান্তভাবে ২টিকে বাছাই করা হয়। ওই দুটির প্রশ্নপত্রগুলো আবার ইংরেজি ভার্সন করা হয়। এ কাজটি করা হয় ৯ ও ১০ অক্টোবর। আর ২১ ও ২২ অক্টোবর প্রশ্নের প্রুফ রিডিং করা হয়। শেষধাপে ৩০ অক্টোবর বিজি প্রেসে বসে প্রশ্নের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমানোর জন্য কাজ করেন।

প্রশ্নপত্র মুদ্রণে যারা : তদন্ত রিপোর্টে দেখা গেছে, সরকারি মুদ্রণালয় বিজি প্রেসের মোট ১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশ্নপত্র মুদ্রণ কাজে জড়িত ছিলেন। তারা হলেন— গোপনীয় শাখার পরিদর্শক আবদুল কাদের মৃধা, লাইন অপারেটর আবদুল জলিল, মনো অপারেটর কাজী ফজলুল হক, কম্পোজিটর আবদুস সাত্তার, শামসুল আলম, বাবর আলী, সাইফুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম, মোসলেহউদ্দিন প্রমুখ।

সন্দেহের তীর যেখানে : তদন্ত কমিটির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করে জানান, প্রথা অনুযায়ী এ ধরনের কাজে বিজি প্রেসে মুদ্রণকাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের সফট কপি (প্রশ্নপত্র) মুছে ফেলা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা মুদ্রণ শেষ হওয়ার ৫ দিন পর ১৯ নভেম্বর সেই কাজটি করে। তদন্ত কমিটির সন্দেহ, কোন ফাঁসের ঘটনা ঘটলেও এই ৫ দিনের মধ্যে ঘটতে পারে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিজি প্রেসের উপ-পরিচালক তদন্ত কমিটিকে জানান, অতিরিক্ত মুদ্রণের বিষয়টি বিবেচনায় তা কম্পিউটারে ৫ দিন ধারণ করা হয়। তদন্ত কমিটি সূত্র জানায়, এ বিষয়টি অবশ্য তারা সন্দেহের তালিকায় রাখেনি।

আরও সন্দেহ : নরসিংদীর কোচিং সেন্টার : জানা গেছে, তদন্ত কমিটি কাজের স্বার্থে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এর মধ্যে নরসিংদীর 'ইনডেক্স' নামে একটি কোচিং সেন্টারের মডেল টেস্ট রহস্যজনক কারণে হুবহু মিলে গেছে। এর বাইরে ঢাকার শিক্ষেশ্বরী এলাকার 'ডি' নামে আরেক কোচিং সেন্টার এবং ঢাকায় ব্যাপকভাবে পরিচিত 'প্র' নামে আরেক কোচিং সেন্টারের মডেল টেস্টও প্রশ্নের সঙ্গে মিলে গেছে। এ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত দলের কর্মকর্তাদের কপালে ভাঁজ পড়েছে। ফাঁস নিয়ে যদিও তারা দ্বিধান্বিত, কিন্তু এ প্রশ্নের কোন সমাধান দেয়নি কমিটি।

৫ কোটি কপি প্রশ্ন : জানা গেছে, স্কুলের ৬টি বিষয় এবং মাদ্রাসার ইবতেদায়ির প্রশ্নসহ মোট ৫ কোটি কপি প্রশ্ন ছাপানো হয়। প্রতিটি প্রশ্নপত্রের ৩০ লাখ করে কপি ছাপানো হয়েছিল। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, যেখানে সাড়ে ২৮ লাখ পরীক্ষার্থী এবং প্রত্যেক প্রশ্নের ৩০ লাখ করে কপি ছাপানো হয়, সেখানে বিজি প্রেস ৫ দিন পর কম্পিউটার থেকে ডকুমেন্ট মুছবে কেন?

তথ্য-উপাত্ত : তদন্ত কমিটি বলেছে, তারা পত্রিকায় দেয়া বাংলা বিষয়ের ৬টি প্রশ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছে যে, ২টি মূল প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। বাকি ৪টি আংশিক মিলেছে। তবে এর মাধ্যমে মূল প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ উত্তর করা সম্ভব।

ফাঁসের ধরন : কথিত ফাঁস হওয়া প্রশ্নটি শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছেছে হাতে লেখা কাগজে। কোথাও হুবহু প্রশ্ন পাওয়া যায়নি। সংবাদমাধ্যমও এ বিষয়টি বলেছে, যা তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায়। তবে কমিটি আরও বলেছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার যা বোঝায় তার পক্ষে জোরালো সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি।

সুপারিশ : তদন্ত কমিটি তিন ধরনের মোট ৭টি সুপারিশ করেছে। সাধারণ সুপারিশ হচ্ছে— কথিত ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে এতে কে বা কারা জড়িত তা নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন সংস্থা দ্বারা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক ... করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে সতর্কতার স্বার্থে ১টি বিকল্পসহ দুই সেট প্রশ্ন মুদ্রণ, আগের বছরে পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন বাদ দিয়ে প্রশ্ন করার প্যাটার্ন বাতিল এবং জানা ও পুনরাবৃত্তির সুযোগ সীমিত করার লক্ষ্যে প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতি অবলম্বনসহ প্রশ্নপত্রের মতো স্পর্শকাতর বিষয়টি অধিকতর নিরাপত্তা ও গুরুত্বের স্বার্থে বিজি প্রেসে এর জন্য আলাদাভাবে একটি ইউনিট খোলা, প্রশ্ন মুদ্রণ ও প্যাকেজিংয়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতি পরিহারে আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন ও সর্বোপরি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদারের সুপারিশ করেছে কমিটি।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কমিটির আহ্বায়ক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি। তবে কোচিং সেন্টার থেকে করা বাংলা বিষয়ের মডেল টেস্টের প্রশ্নের সঙ্গে মূল প্রশ্নের আংশিক মিল পাওয়া গেছে। মডেল টেস্টের সঙ্গে প্রশ্নের মূল অংশের মিল থাকা অস্বাভাবিক নয়। এক প্রশ্নের জবাবে কমিটির আরেক সদস্য মোহাম্মদ আবুল কালাম বলেন, নরসিংদীর কোচিং সেন্টারটির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। এ ব্যাপারে যাচাই-বাছাই চলছে। তিনিও একইভাবে বলেন, পঞ্চম শ্রেণীর প্রচলিত যে লেখাপড়া তাতে সাজেশন বা মডেল টেস্ট মিলে যেতে পারে। কিন্তু তার একটি সহনীয় মাত্রা রয়েছে। কোচিং সেন্টার সম্পর্কে সরকারের আলাদা নীতিমালা রয়েছে। তাই সে ব্যাপারে কমিটি কোন মন্তব্য করেনি। প্রাথমিক শিক্ষাসচিব নিয়াজউদ্দিন বলেন, তদন্ত রিপোর্ট তিনি হাতে পেয়েছেন। রিপোর্টটি তখন পর্যন্ত পড়ে দেখা হয়নি। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ও পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে বলে জানান তিনি।